Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO. J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

সোমবার the ২৮ day of নভেম্বর, ২০২২

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১৮১৯/২০১২

শিমুল বরণ বড়ুয়া গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ০১/০২/২২ খ্রিঃ, ২৮/০৫/২২ খ্রিঃ ও ২২/০৯/২২ খ্রিঃ।

In presence of

অরুন কুমার মিত্র ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

তপশীল বর্ণিত উত্তর জোয়ারা মৌজার আর. এস. ৭২১, ২১৩৮, ৭৮৪, ১৬৭০ নং খতিয়ানাদির আর. এস. ৫৪৯৩, ৫৪৯৪, ৫৪৮৮, ৫৪৮৯, ১৫০৫ নং দাগাদির মূল মালিক ছিল ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া গং।

ক্ষেমেশ চন্দ্র মৃত্যুবরণ করিলে তৎ স্বত্ত্ব চার পুত্র-রেবতী রঞ্জন বড়ুয়া, প্রভূতি বড়ুয়া, বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া ও বিনোদ বিহারী বড়ুয়া প্রাপ্ত হয়। রেবতী রঞ্জন বড়ুয়া মৃত্যুবরণ করিলে তৎ উত্তরাধিকারী থাকে ১-৪ নং দরখাস্তকারী/ প্রার্থীকগণ এবং প্রভূতি বড়ুয়া এক সন্তান কে রেখে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়ার অপর দুই পুত্র বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া ও বিনোদ বিহারী বড়ুয়া মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সময় বার্মায় গিয়ে নিখোঁজ হইলে তাদের স্বত্বাংশীয় নালিশী দাগাদির আন্দর ৪৬ শতক ভুমি ১-৪ নং প্রার্থীকগণ উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হিসাবে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার নিয়ত থাকেন। কিন্তু ভুলক্রমে বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া ও বিনোদ বিহারী বড়ুয়ার (প্রার্থীকের চাচা) উক্ত সম্পত্তি অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইলে রেবতী রঞ্জন বড়ুয়ার পুত্র কমলেন্দু বড়ুয়া ভি. পি. মামলা নং- ৩৩/১৯৭৯-৮০ ইং মূলে তপশীল বর্ণিত ভূমির ইজারা গ্রহন করেন। পরবর্তীতে লীজ সংধোনপূর্বক প্রার্থীকগণের বরাবরে চূড়ান্ত লিজ প্রদান করেন। গত ২৮/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখের সংশোধনীর প্রেক্ষিতে প্রার্থীকপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, প্রার্থীকগনের লীজ এগ্রিমেন্টের দ্বিতীয় পৃষ্টায় তপশীলের অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মূল ভি. পি. মামলা নং- ৩৩/৭৯-৮০ ইং মামলার নথি হইতে ২৫/৫/২০২১ ইং তারিখের আদেশ তপশীলের অংশের সহিমোহরী নকল মাননীয় আদালতে অত্র মামলা প্রমানের নিমিত্তে দাখিল করা হইল। গেজেটের ক্রমিক নং ২০৬ ভি. পি. মামলা নাম বিভুতি রঞ্জন বড়ুয়া পীং ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া সঠিক লিপি আছে। তবে বিনোদ বিহারী বড়ুয়া এবং তপশীলে আর. এস. খতিয়ান ও আর. এস. দাগ নং এবং বি. এস. খতিয়ান দাগ নং, পরিমান ভুল ভাবে লিপি হয় বিধায় শুদ্ধ তপশীল আর. এস. খতিয়ান আর. এস. দাগ নং বি. এস. খতিয়ান নং বি. এস. দাগ নম্বর পরিমান উল্লেখে অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রার্থীকগণ নালিশী তপশীলোক্ত ভূমি মৌরশী সূত্রে ও লীজ মূলে প্রাপ্ত হইয়া ভোগদখলকার থাকায় তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৪নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তাহাদের ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত শুরু হলে ভারতে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হইলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারী করে। উক্ত যুদ্ধকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৫-১৯৬৯ ইং তারিখের মধ্যে যারা এই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যায় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ৩৩/৭৯-৮০ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৮১৯/২০১২

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **শিমুল বরণ বড়ুয়া (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-১- ৮ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী -১
২। খাজনার দাখিলা ১৮ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী -২ সিরিজ
৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। উত্তর জোয়ারা মৌজার ৭২১/ ৭৮৪/ ১৬৭০/ ২১৩৮ নং আর. এস. খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। একই মৌজার বি. এস. ৪৫৯/ ৯৭২/ ১৪২৫/ ২২৯৪/ ২২৯৫ নং খতিয়ান এর সি. সি.	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
৬। লীজ এগ্রিমেন্ট এর কপি	প্রদর্শনী-৬
৭। লীজ এগ্রিমেন্ট এর ২য় পৃষ্টার আদেশের সি. সি.	প্রদর্শনী-৭
৮। ওয়ারিশান সনদপত্র ২ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী-৮ সিরিজ
৯। বি এস ২৬১৭ নং খতিয়ানের সি.সি	কোর্ট প্রদর্শনী-১

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১(এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **রঞ্জন কুমার দে (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

শিমুল বরণ বড়ুয়া (Pt.W.1) এবং **রঞ্জন কুমার দে (Op.W.1)** দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে প্রদত্ত বক্তব্যকে অনুসমর্থন পূর্বক জবানবন্দি প্রদান করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। **প্রার্থীকগণ নালিশী উত্তর**

জোয়ার মৌজার অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় প্রকাশিত ভি.পি ৩৩/৭৯-৮০ মামলার তফসিলভুক্ত ৪৬ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেন।

প্রার্থীকপক্ষে দাখিলীয় ফটোকপি গেজেট **প্রদর্শনী-১** হতে প্রতীয়মান হয়, তফসিলোক্ত ৪৬ শতক ভুমি আর. এস. ৭২১, ৭৮৪, ১৬৭০ ও ২১৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তি হয়। উক্ত খতিয়ানসমূহের সি.সি প্রদর্শনী- ৪, ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে ক্ষেমেশ চন্দ্র ও গনেশ চন্দ্র।।. আট আনা অংশ করে মালিক ছিলেন। **প্রদশনী-৮** ওয়ারীশ সনদ হতে পাই যে, উক্ত ক্ষেমেশ চন্দ্র মরনে ০৪ পুত্র রেবতী রঞ্জন বড়ুয়া, প্রভুতি রঞ্জন বড়ুয়া, বিভুতি রঞ্জন বড়ুয়া ও বিনোদ বিহারী বড়ুয়া ওয়ারীশ থাকে এবং তাহারা ক্ষেমেশের ত্যজ্যবিত্তে মালিক হন। আবার অপর ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী- ৮(ক) হতে প্রতীয়মান হয় রেবতী রঞ্জন বড়ুয়া মরনে তাহার ০৪ পুত্র শিমুল বরণ বড়ুয়া স্বপন কুমার বড়ুয়া, কমলেন্দু বড়ুয়া ও পুষ্পেন্দু বড়ুয়া অর্থাত দরখাস্তকারীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। দরখাস্তকারীপক্ষের স্বীকৃতমতে ক্ষেমেশের অপর পুত্র প্রভুতি বড়ুয়া এক সন্তান কে রেখে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও উক্ত দাবি সমর্থনে কোন ওয়ারীশ সনদপত্র দাখিল করেননি।

প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় অর্পিত সম্পত্তির গেজেট **প্রদর্শনী-১** পর্যালোচনায় দেখা যায়, ক্ষেমেশের পুত্র বিভুতি রঞ্জন বড়ুয়া ও বিনোদ বিহারী বড়ুয়া ভারতবাসী হলে বিগত ১৯/০৪/১৯৮২ ইং তারিখে ভি.পি মামলা নং ৩৩/৭৯-৮০ মূলে তাদের স্বত্বীয় নালিশী তফসিলোক্ত ৪৬ শতক ভুমি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত করা হয়। বি এস ৯৭২ ও ২২৯৫ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ৫(ক) ও ৫(ঘ) দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে বিভুতি রঞ্জন ও বিনোদ বিহারী সত্যিকার অর্থে ভারতবাসী হয়েছিলেন। **প্রদর্শনী-৬** ইজারা চুক্তিপত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীকগণ ভি.পি ৩৩/৭৯-৮০ নং মামলা মূলে নালিশী ৪৬ শতক সম্পত্তি গত ১৯/০৩/১৯৮৪ ইং তারিখে ইজারা প্রাপ্তে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। প্রার্থীকপক্ষ ভারতবাসীগনের উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার এবং ইজারামূলে ভোগদখলকার থাকায় তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন।

অত্র মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যা আগে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। ইতোমধ্যে পেয়েছি যে, বিভুতি রঞ্জন ও বিনোদ বিহারী ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি ভি.পি মামলা নং-৩৩/৭৯-৮০ মূলে অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। প্রশ্ন হলো ১৯৭৯-৮০ ইং সনের দিকে কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত করার কোন সুযোগ বা আইনগত ভিত্তি আছে কিনা ?

এ বিষয়ে **Laxmi Kanta Roy vs Upazilla Nirbahi Officer and another, 46 DLR 136** মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত খুবই প্রাসঙ্গিক। উক্ত মামলায়----- " Question arose whether the institutuion of the VP case No.142 of 1980 was maintainable in the eye of law. The High Court Division considering that the Defence of Pakistan Ordinance and Rules came in the year 1965 were repealed in the

year 1969 but by Ordinance No.1 of 1969 some of the provisions of the Defence of Pakistan Rules were kept alive and continued and thereafter by Act No XLV of 1974, the Ordinance No.1 of 1969 was repealed on 23-03-1974, held that after the repeal of Ordinance No.1 of 1969 on 23-03-1974 the authority was not competent to start such Vested property proceeding in the eye of law and that the Law on Enemy Property itself died with the repeal of Ordinance No.1 of 1969 dated 23-03-1974 and accordingly , no other vested property case can be started thereafter on the basis of law which is already dead and concluded in holding that the starting of vested property case No 142 of 1980 is absolutely without jurisdiction and has no legal basis at all.

পরবর্তীতে আপীল বিভাগ Aroti Rani Paul vs Sudharshan Kumar Paul and Ors 56 DLR (AD) 11 মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে " -----since the law of enemy property itself died with repeal of Ordinance No1 of 1969 on 23-03-1974 , no further vested property case can be started thereafter on the basis of law which is already dead." অনুরুপভাবে মহামান্য আপীল বিভাগ **Saju Hossain Vs Bangladesh reported in 58 DLR (AD) 177** মামলায় একই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

উচ্চ আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পর থেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যাবে না এবং কোন ভি.পি মামলা চালু হলে তা হবে সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অত্র মামলায় দেখা যায় ভি.পি কেস নং ৩৩/৭৯-৮০ মূলে ১৯/০৪/১৯৮২ ইং তারিখে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, অত্র মামলার তফসিলোক্ত সম্পত্তি বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

প্রার্থীপক্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----”

প্রার্থীপক্ষে দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র, প্রদর্শনী-৮ ও ৮(ক) হতে দেখা যায়, ভারতবাসী বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া ও বিনোদ বিহারী বড়ুয়া প্রার্থীকগনের আপন কাকা ও ভ্রাতা হয়। **তাদের কোন ওয়ারীশ পুত্র কন্যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়** প্রার্থীকগণ ভারতবাসী কাকাদের তফসিলোক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু প্রার্থীকপক্ষের স্বীকৃতমতে ভারতবাসীদের অপর ভ্রাতা প্রভূতি রঞ্জন বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এক সন্তান কে উত্তরাধিকারী রেখে গিয়েছেন সেহেতু প্রভূতি রঞ্জনের উক্ত সন্তান বা তৎ উত্তরাধিকারীগণ তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্ধেক অংশের দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সেহিসাবে প্রার্থীকগন অর্ধেক পরিমান অর্থাত ২৩ শতক সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার দাবিদার হবেন বলে আমি মনে করি। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রভূতি রঞ্জনের কোন ওয়ারীশ অত্র মামলায় পক্ষভূক্ত না থাকলেও অবশিষ্ট ২৩ শতক সম্পত্তি প্রভূতি রঞ্জন বড়ুয়ার সন্তান বা তৎ ওয়ারীশগণ বরাবর অবমুক্তি দেওয়া যেতে পারে।
প্রদর্শনী- ১ গেজেট ও কোর্ট প্রদর্শনী-১ বি এস ২৬১৭ নং খতিয়ান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, আর এস ১৬৭০ নং খতিয়ানের ১৫০৫ দাগের সামিল বি এস দাগ ২৫৬৭, ২৫৬৮ ও ২৫৬৯ যাহা বি এস ২৬১৭ নং খতিয়ান অন্তর্ভূক্ত হয়। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, গেজেটে (প্রদর্শনী-১) বি এস খতিয়ান ৪৫৯/১৪২৫ এবং দাগ ২৫৬৫ লিপি ভুল হয়েছে। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখের আদেশের কপি প্রদর্শনী-৭ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় , প্রার্থীক শিমুল বরণ বড়ুয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্বের চুক্তিপত্র নবায়ন পূর্বক প্রার্থীক কে তফসিলোক্ত আর এস ১৫০৫ দাগের সামিল বি এস ২৫৬৭, ২৫৬৮ ও ২৫৬৯ দাগের ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীগণ মূল মালিকের ওয়ারিশসূত্রে সহ-শরীকও বর্তমানে লিজমূলে ভোগ দখলকার হওয়ায় মুল মালিক ভারতবাসী বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া ও বিনোদ বিহারী বড়ুয়ার ত্যাজ্য নালিশী ৪৬ শতক সম্পত্তি হইতে অর্ধেক অর্থাত ২৩ শতক সম্পত্তি প্রার্থীগণ অবমুক্তি পাওয়ার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। উত্তর জোয়ারা মৌজার নালিশী আর এস ৭২১ নং খতিয়ানের ৫৪৯৩ দাগের সামিল বি এস ৯৭২ নং

খতিয়ানের ৮৫৩৭ দাগের ৪.৫ শতক, আর এস ২১৩৮ নং খতিয়ানের ৫৪৯৪ দাগের সামিল বি এস ১৯০৭ নং খতিয়ানের ৮৫৩৮ দাগের ১ শতক, আর এস ৭৮৪ খতিয়ানের ৫৪৮৮/৫৪৮৯ দাগের সামিল বি এস ২২৯৪/২২৯৫ নং খতিয়ানের ৮৫৩২/৮৫৩৩ দাগের ১১ শতক, আর এস ১৬৭০ নং খতিয়ানের ১৫০৫ দাগের সামিল বি এস ২৬১৭ নং খতিয়ানের ২৫৬৭, ২৫৬৮, ২৫৬৯ দাগের ২৯.৫ শতক একুনে ৪৬ শতক সম্পত্তি মধ্যে হতে ২৩ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকগনের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।